মেহেরপুরে ইটভাটায় অবৈধভাবে কাঠ ব্যবহার, ৩ লাখ টাকা জরিমানা

মেহেরপুর সদর উপজেলার বুড়িপোতা ইউনিয়নের বারাকপুর এলাকায় অবস্থিত আলিফ ব্রিক্স নামক একটি ইটভাটায় মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করে ৩ লাখ টাকা জরিমানা করা হয়েছে। একই সঙ্গে ভাটাটি তাৎক্ষণিকভাবে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

মঙ্গলবার জেলা প্রশাসনের এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট আবীর আনসারীর নেতৃত্বে এ অভিযান পরিচালিত হয়। অভিযানে দেখা যায়, ইট প্রস্তুতের জন্য জ্বালানি হিসেবে অবৈধভাবে কাঠ ব্যবহার করা হচ্ছে, যা ইট প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপন (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০১৩-এর সরাসরি লঙ্ঘন।

এ অপরাধে ভাটা কর্তৃপক্ষকে ৩ লাখ টাকা অর্থদণ্ড প্রদান করা হয় এবং পরিবেশ রক্ষায় ভাটাটি তাৎক্ষণিকভাবে বন্ধ করে দেওয়া হয়।

চুয়াডাঙ্গায় মোবাইল কোর্টের অভিযানে নেশাগ্রস্ত যুবক আটক

চুয়াডাঙ্গা পৌর এলাকার জাফরপুর মোড়ে ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযানে নেশাগ্রস্ত অবস্থায় মোটরসাইকেল চালানোর দায়ে এক যুবককে তিন মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড ও ৫০০ টাকা জরিমানা করা হয়েছে।

এসময় তার কাছ থেকে মাদকদ্রব্য গাঁজা জব্দ করা হয়। দণ্ডপ্রাপ্ত যুবকের নাম মান্নান (১৮)। তিনি চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার ঠাকুরপুর গ্রামের লাল্টুর ছেলে।

ভ্রাম্যমাণ আদালত সূত্রে জানা গেছে, বুধবার জাফরপুর মোড়ে নিয়মিত তদারকির সময় একটি মোটরসাইকেলের গতিবিধি সন্দেহজনক মনে হলে চালককে থামানো হয়। পরে পরীক্ষা করে দেখা যায়, চালক নেশাগ্রস্ত

অবস্থায় মোটরসাইকেল চালাচ্ছিলেন। তল্লাশির একপর্যায়ে তার কাছ থেকে মাদকদ্রব্য গাঁজা উদ্ধার করা হয়।

অভিযান পরিচালনা করেন, জেলা প্রশাসনের সহকারী কমিশনার ও বিজ্ঞ এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট (গোপনীয় শাখা, স্থানীয় সরকার শাখা, মিডিয়া সেল) আব্দুল্লাহ আল নাঈম।

তিনি জানান, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে দোষ প্রমাণিত হওয়ায় দণ্ডপ্রাপ্ত মোটরসাইকেল চালককে তিন মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড এবং ৫০০ টাকা জরিমানা আরোপ করা হয়েছে। তিনি আরও জানান, জননিরাপত্তায় এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।

দামুড়হুদা সদর ইউনিয়নে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা; দুই প্রতিষ্ঠানের জরিমানা

দামুড়হুদা সদর ইউনিয়নে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করে দুই প্রতিষ্ঠানের ৬ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে।

গতকাল বুধবার বেলা সাড়ে ৩টার দিকে সদর ইউনিয়নের উজিরপুর ও দেউলির মোড়ে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হয়। মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করেন, দামুড়হুদা উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট শাহিন আলম।

মোবাইল কোর্ট সুত্রে জানা গেছে, অভিযানের সময় বিভিন্ন ফার্মেসিতে অনুমোদনবিহীন ও ভেজাল ওষুধ, স্যাম্পল ওষুধ বিক্রি, অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্টার সংরক্ষণসহ সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো মনিটরিং করা হয়। অভিযানকালে ওষুধ ও কসমেটিকস আইন, ২০২৩ অনুযায়ী উজিরপুর

সেবা ফার্মেসির মালিক রাজিবুল ইসলামকে ৫ হাজার টাকা অর্থদণ্ড প্রদান করা হয়। এসময় জেলা ঔষধ তত্ত্বাবধায়ক উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও এলপিজি গ্যাস ও জ্বালানি তেল বিক্রির ক্ষেত্রে বিস্ফোরক

অধিদপ্তরের লাইসেন্স, ফায়ার লাইসেন্স ও মূল্য তালিকা প্রদর্শনের বিষয়গুলো তদারকি করা হয়। অভিযানে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ অনুযায়ী দেউলির মোড়ে গ্যাস সিলিন্ডারের ব্যবসায়ী ইয়াসিন আলীকে ১ হাজার টাকা অর্থদণ্ড প্রদান করা হয়।

মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করেন, উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) শাহিন আলম। সংশ্লিষ্টরা জানান, জনস্বার্থে এ ধরনের অভিযান নিয়মিত অব্যাহত থাকবে।

দামুড়হুদায় বাজার তদারকি ও মোবাইল কোর্টে ৩ প্রতিষ্ঠানে জরিমানা

দামুড়হুদা উপজেলার কার্পাসডাঙ্গা বাজার তদারকি ও মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে ৩ ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকে জরিমানা করা হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার বেলা ১২ টার দিকে। মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট রোকসানা মিতা।

মোবাইল কোর্ট সুত্রে জানাগেছে মেয়াদ উত্তীর্ণ ঔষধ রাখার অপরাধে উপজেলা প্রশাসন কর্তৃক ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন ২০০৯ এর ৩৮ ধারায় মোস্তাফিজুর রহমানকে ৫ হাজার টাকা, এছাড়া ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন এর ৫২ ধারায় ইব্রাহিম খলিলকে ২ হাজার টাকা এবং এছাড়া ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন ২০০৯ এর ৫২ ধারায় আশরাফুলকে ২ হাজার টাকা জরিমানা করে মোবাইল কোর্ট।

এছাড়া কার্পাসডাঙ্গা বাজার তদারকি করে উপজেলা প্রশাসন। মোবাইল কোর্টের নেতৃত্বে ছিলেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট রোকসানা মিতা। সহযোগিতায় ছিলেন উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা নিলিমা আক্তার হ্যাপী, মোবাইল কোর্ট পরিচালনায় সহযোগিতা করেন কার্পাসডাঙ্গা ফাঁড়ির একটি টিম।

মেহেরপুরে মোবাইল কোর্ট, নিজেরা সরিয়ে নিলো যত্রতত্র রাখা বাস

মেহেরপুর শহরের যানজট কমাতে জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে শহরের হোটেল বাজার মোড় থেকে কলেজ মোড় এবং সার্কিট হাউজ সড়কে পার্কিং করা সব গাড়ি মেহেরপুর বাস টার্মিনাল সরিয়ে দেওয়া হয়েছে।

সহকারী কমিশনার ও ম্যাজিস্ট্রেট গোলাম রাব্বানী সোহেল ও দেবাংশু বিশ্বাসের নেতৃত্বে জেলা পুলিশ, ট্রাফিক পুলিশ ও বিআরটিএ এর সহযোগিতায় শহরে অভিযান চালান। এই অভিযানের সময়ে মালিকপক্ষ নিজেরা বাসগুলো টার্মিনালে সরিয়ে নেন।

এর আগে গত ২২ জুন, জেলাপ্রশাসক মোহাম্মদ আজিজুল ইসলামের সভাপতিত্বে আঞ্চলিক সড়ক পরিবহণ কমিটির এক সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় শহরের যানজট নিরসন, দুর্ঘটনা নিয়ন্ত্রণ, শিশু পার্কে আগত শিশুদের নিরাপত্তা এবং জেলা প্রাণিসম্পদ ও মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার অফিসে আগত সেবা প্রত্যাশীদের দুর্ভোগ লাঘবে হোটেল বাজার মোড় থেকে কলেজ মোড় পর্যন্ত গাড়ি পার্কিং না করার সিদ্ধান্ত হয়।

সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে সরকারি কমিশনার ও ম্যাজিস্ট্রেট গোলাম রাব্বানী সোহেল ও দেবাংশু বিশ্বাসের নেতৃত্বে জেলা পুলিশ, ট্রাফিক পুলিশ ও বিআরটিএ এর সহযোগিতায় শহরের বিভিন্ন পয়েন্টে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হয়।

জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আজিজুল ইসলাম বলেছেন, দুর্ঘটনা নিয়ন্ত্রণ ও যানজট নিরসনে এ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এতে পরিবহণ মালিক ও শ্রমিকরা সহযোগিতা করেছেন। এখন থেকে জেলাপ্রশাসন থেকে নিয়মিত মনিটরিং করা হবে এবং ট্রাফিক বিভাগ সবসময় সক্রিয় থাকবে।

উল্লেখ্য, মেহেরপুর শহরকে যানজট ও পরিবহণ খাতে সুষ্ঠুু পরিবেশ তৈরিতে ২০১০ সালের ১৫ জুন মেহেরপুর-চুয়াডাঙ্গা সড়কে শহরের উপকণ্ঠে ৮ দশমিক ৪০ একর জমির ওপর মেহেরপুর পৌরসভা টার্মিনাল নির্মাণ করা হয়।